২৬/৮/২০০১

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

দৈনিক ইনকিলাব

ভিসির পক্ষপাতমূলক আচরণের কারণেই ঢাকা ভার্সিটিতে অচলাবস্থা : ১৬৬ শিক্ষক

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবনতিশীল পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৬৬ জন শিক্ষক বলেছেন, বর্তমান ভিসির ভ্রান্তনীতি ও পক্ষপাতমূলক আচরণের কারণেই বিশ্ববিদ্যালয়ে এই অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষকবৃন্দ এ অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে অনতিবিলম্বে বাস্তবসম্মত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের অপরিহার্যতা তুলে ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে হলসমূহ কয়েকদিনের জন্য সম্পূর্ণ খালি করে ব্যাপক তল্লাশির মাধ্যমে অস্ত্রমুক্ত করার এবং দলমত নির্বিশেষে কেবল বৈধ ছাত্রদের হলে অবস্থানের পরিবেশ সৃষ্টি করার আহবান জানিয়েছেন।

এক যুক্ত বিবৃতিতে শিক্ষকবৃন্দ গভীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে বলেন, গত শুক্রবার মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলে একজন ছাত্রের করুণ মৃত্যুর ঘটনায় প্রমাণিত হয়েছে যে, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস সন্ত্রাসী ও অস্ত্রমুক্ত হয়নি। বিবৃতিতে বলা হয়, এই হত্যাকাণ্ড কিভাবে ঘটেছে এবং এর সাথে কারা জড়িত তা বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ও একুশে টিভি পরিবেশিত খবরে জনগণের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। অথচ এই ঘটনাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে একটি বিশেষ ছাত্র সংগঠনের উপর দায় চাপিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা চালানো হয়েছে। এ ঘটনার জের ধরে পুলিশের উপস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের নিরীহ বৈধ ছাত্রদের নিষ্ঠুরভাবে মারধর করে বের করে দেয়া এবং তাদের কক্ষ ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এসব ঘটনা রোধ করার ক্ষেত্রে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। এমনকি তারা নির্যাতিত ছাত্রদের প্রতি সহানুভূতি পর্যন্ত দেখায়নি।

বিবৃতিতে শিক্ষকবৃন্দ উক্ত সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের বিচার বিভাগীয় তদন্ত ও প্রকৃত অপরাধীদের কঠোর শাস্তি প্রদান এবং একই সাথে যেসব সন্ত্রাসী হলের নিরীহ ছাত্রদের উপর নির্যাতন চালিয়েছে তাদের চিহ্নিত করে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারসহ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানেরও দাবী জানান।

পৃথক এক বিবৃতিতে শিক্ষকবৃন্দ গতকাল দৈনিক জনকণ্ঠ, ভোরের কাগজ ও ইত্তেফাকে সাদা দলের শিক্ষকদের সম্পৃক্ত করে যে বক্তব্য রাখা হয়েছে তা বানোয়াট ও ভিত্তিহীন হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, একটি বিশেষ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যই এটা করানো হয়েছে। বিবৃতিতে বর্তমান ভিসি কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কর্মকাণ্ড নির্লজ্জভাবে দলীয়করণ, হলে হলে একটি বিশেষ ছাত্র সংগঠনের বহিরাগত সন্ত্রাসীদের স্বার্থ রক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়কে অচল করে রাখার দায়-দায়িত্ব ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার হীন উদ্দেশ্যেই এরকম গুজব, উদ্ভট ও বানোয়াট সংবাদ প্রচার করানো হয়েছে বলে অভিমত প্রকাশ করে বলা হয় যে, ছাত্রদের শিক্ষকদের স্বার্থে ব্যবহারের হীন মানসিকতা অন্তত সাদা দলের শিক্ষকরা পোষণ করেন না। সাদা দলের কোন শিক্ষক প্রতিনিধি প্রো-ভিসি নিয়োগ সম্পর্কিত বিষয়ক বিএনপি চেয়ারপার্সনের সাথে দেখা করেননি।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন– প্রফেসর মাহমুদ-উল-আমীন, প্রফেসর ওয়াকিল আহমদ, প্রফেসর এস এম এ ফয়েজ, প্রফেসর মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, প্রফেসর মোঃ খলিলুর রহমান, প্রফেসর কে এম সাইফুল ইসলাম, প্রফেসর আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী, প্রফেসর জেড এন তাহমিদা বেগম, জনাব ফেরদৌস হোসেন প্রমুখ।